তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে জনগণ সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পাবে

দীর্ঘ ১৭ বছর আপনারা কোনো সাংবিধানিক অধিকার পাননি, আপনাদের ছেলে-মেয়েরা চাকরি পাননি, আপনাদের নাতি-নাতনিরাও চাকরি পাননি। আপনারা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেননি, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেননি। ইনশাআল্লাহ, তারেক রহমান যদি প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে জাতীয়তাবাদী আদর্শের শক্তিতে দেশের সমস্ত মানুষ সাংবিধানিকভাবে তাদের প্রাপ্য সবকিছু ফিরে পাবে বলে আমি মনে করি।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে বিএনপি’র চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

তিনি আরো বলেন, আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। এই আহ্বায়ক কমিটি দেওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিলেন, হয়তো বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু মেহেরপুরের বিএনপি চেয়েছে একটি মুক্ত, স্বাধীন দল যাদের লক্ষ্য মুক্ত ও স্বাধীনভাবে রাজনীতি করা। তাই আজ সবাই একটি দলের পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সেটি হলো জাতীয়তাবাদী দল। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট এই আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে আপনারা ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন।

জেলা বিএনপি’র সদস্য আনছার উল হকের সভাপতিত্বে মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, কে.এম. খায়রুল বাশার, সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, রোমানা আহমেদ এবং পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি আয়োজিত দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম ও পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র সদস্য মীর ফারুক, ওমর ফারুক লিটন, রেজাউল হক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রিপন, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলমসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয়।

ঝালকাঠিতে একই স্থানে বিএনপি-যুবদলের সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

ঝালকাঠির রাজাপুরে একই স্থানে একই সময়ে উপজেলা বিএনপি ও যুবদল পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ডাকায় শহর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাত ১০টায় এ আদেশ জারি করেন রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাহুল চন্দ। এতে রাজাপুর উপজেলা পরিষদ মার্কেট চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) রাত ১২টা পর্যন্ত যেকোনো সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, রাজাপুরে একই সময় একই স্থানে বিএনপি ও যুবদলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এতে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে। উপজেলা বিএনপির একাংশ জুলাই গণঅভ্যুত্থান বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ বুধবার বিকেলে উপজেলা মার্কেট চত্বরে র্যালি ও সমাবেশের কর্মসূচির ডাক দেয়। একই সময়ে উপজেলা চত্বরে ‘জুলাই/২৪ বিপ্লব’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সমাবেশের ঘোষণা দেয় উপজেলা যুবদল। একই স্থানে একই সময়

দুই গ্রুপের সমাবেশের বিষয়টি চিঠি দিয়ে রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাহুল চন্দ ও রাজাপুর থানার ওসি মো. ইসমাইল হোসেনকে জানানো হয়।

এ পরিস্থিতিতে গতকাল রাতে উপজেলা প্রশাসন জরুরি বৈঠক করে সমাবেশস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করে।দলীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলা বিএনপির সমাবেশে প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক ডেপুটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালামের। প্রধান বক্তা হিসেবে থাকার কথা ছিল দলের নির্বাহী কমিটির সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এইচ. এম. সাইফ আলী খানের। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ঝালকাঠি জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সৈয়দ হোসেন ও সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট শাহাদৎ হোসেনের।

অপরদিকে উপজেলা যুবদলের সমাবেশে প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল ঝালকাঠি জেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মো. রবিউল হোসেন তুহিনের। প্রধান বক্তা হিসেবে থাকার কথা ছিল জেলা যুবদলের সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মো. আনিসুর রহমান খানের। সভাপতিত্ব করার কথা ছিল উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. মাছুম বিল্লাহ পারভেজের।

রাজাপুর থানার ওসি মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঠেকাতে পুলিশ যথেষ্ট তৎপর রয়েছে।

ইউএনও রাহুল চন্দ বলেন, ‘কর্মসূচির বিষয়ে কেউ আমাদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়নি। শুধু অবহিত করেছে। একই সময় ও একই স্থানে উভয়পক্ষ কর্মসূচি ঘোষণা করায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটতে পারে। তাই সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আইন অমান্য করলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সূত্র: কালের কন্ঠ।

ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশ গড়ার সুযোগ দিন: তারেক রহমান

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বিএনপিকে দেশ গড়ার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে জনগণ বিএনপিকে সমর্থন জানালে নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও সবার জন্য কর্মবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক যুব দিবসের আলোচনা সভায় লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল যৌথভাবে ‘যুব সমাজের প্রত্যাশা ও বিএনপির পরিকল্পনায় আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, স্লোগাননির্ভর রাজনীতির দিন ফুরিয়ে এসেছে। বিএনপি শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় না, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিশ্বাস করে। জনগণের রায়ে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে সব পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। জনগণের জীবনমান উন্নয়নের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইলে বিএনপির প্রতি জনগণের স্বতঃসাফূর্ত সমর্থন প্রয়োজন। জনগণের শক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগামী জাতীয় নির্বাচনে সব সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন।

তারেক রহমান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে-ফ্যাসিবাদের দেড় দশক পর ফ্যাসিস্টমুক্ত বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সব নারী-পুরুষ, ছাত্র-তরুণ, যুবসমাজসহ সর্বস্তরের জনগণের কাছে আমার আহ্বান-আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিন। দেশ গড়ার সুযোগ দিন। সবার সহযোগিতা চেয়ে এতটুকু বলতে চাই- ভোট দিলে ধানের শীষে, দেশ গড়ব মিলেমিশে। তিনি বলেন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করাই হচ্ছে আগামী দিনের বিএনপির মূল রাজনীতি। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি তখনই সম্ভব যখন কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা যায়। প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে সরে এসে আমরা যদি সহনশীল ও সমঝোতার রাজনীতি চর্চা করি তাহলে দেশের সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

বক্তব্যের শুরুতে প্রযুক্তিনির্ভর যুবসমাজ গড়ে তোলার বিষয়ে

তারেক রহমান দলের কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই তরুণ যুবসমাজকে প্রযুক্তিগত এবং কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তরুণ-যুবসমাজকে প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ যুবশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিএনপির নেওয়া কর্মপরিকল্পনা বাস্তবসম্মত এবং সময় উপযোগী। তরুণ-যুবসমাজের সৃজনশীলতা উদ্ভাবনী শক্তি এবং কর্মস্পৃহা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেবে। অপরদিকে যুবসমাজ বিপদগামী হলে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনে পিছিয়ে পড়লে যুবসমাজের পক্ষে রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) মতো আধুনিক প্রযুক্তি মানুষের জীবনধারাকে বদলে দিচ্ছে। প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। এসব নিত্যনতুন প্রযুক্তির কারণে অনেক ট্রেডিশনাল কাজ বিলুপ্তি হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের বাজার বড় হচ্ছে। সুতরাং প্রযুক্তির নতুন বাজারে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। এজন্য অবশ্যই প্রয়োজন দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন। তরুণ ও যুবসমাজের জন্য এ মুহূর্তে দক্ষতা, যোগ্যতা অর্জনই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তারেক রহমান আরও বলেন, বিএনপি বিশ্বাস করে প্রযুক্তিনির্ভর তারুণ্য এবং যুবশক্তি গড়তে হলে যুবশক্তির প্রযুক্তিগত কর্মদক্ষতা অবশ্যই বাড়াতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নানামুখী পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ টিম কাজ করছে। স্কুল পর্যায় থেকে শিক্ষা কারিকুলাম প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের টিমগুলো কাজ করছে। প্রয়োজনীয় প্ল্যানিং তারা তৈরি করছে।

তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা হতে পারে আমাদের একমাত্র সাফল্য ও সমৃদ্ধির নিয়ামক। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি যখন শ্রমশক্তি থাকে, সেটি হলো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। এ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের বিবেচনায় দেশের বর্তমান জনসংখ্যা দেশের উন্নয়নের প্রধান নিয়মক হয়ে উঠতে পারে। কারণ বয়সের হিসাবে আমাদের জনসংখ্যার অধিকাংশ কর্মক্ষম। এ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা প্রয়োজন।

তারেক রহমান বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে আমরা আগ্রহী। একই সঙ্গে তরুণ-যুবকদের আগ্রহী একটি অংশকে খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন প্রয়োজন। এজন্য এ খেলাকে পেশা

হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্রীড়া শিক্ষাকেও আমরা কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

এদিকে, বিএনপির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত মিথ্যাচারের অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিএনপি আগামী দিনে সরকার গঠন করতে পারে-তাই আমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত মিথ্যাচার করা হচ্ছে।

যে কোনো অপকর্মের সঙ্গে বিএনপিকে জড়িয়ে খাটো করার অপচেষ্টা চলছে। বিএনপি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতে বড় দল হিসবে কাজ করবে। যাতে আওয়ামী লীগের মতো কারচুপির নির্বাচনের অভিযোগ তুলে কেউ বিএনপির দিকে আঙুল তুলতে না পারে। এ বিষয়ে নেতাকর্মীদের সচেতন থাকতে হবে।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, আমাদের নেতা (তারেক রহমান) তার নিজস্ব সংগ্রাম দিয়ে নির্বাচনকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিয়ে এসেছেন। আমাদের দায়িত্ব একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন আয়োজনের। আমরা যাতে এ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারি।

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এসএস জিলানীর সভাপতিত্বে ও যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন ও ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির যৌথভাবে আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন। এতে বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ, বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, সিনিয়র সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম খান ও মুক্তাদির রশীদ রুমি, নাট্য নির্মাতা মাসরুর রশীদ বান্নাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাফসির, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান ও ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব প্রমুখ।

সূত্র: যুগান্তর।

মেহেরপুরে বিএনপির ৩১ দফা দাবির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুরের শহরে ও আহমদ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিএনপির ৩১ দফা দাবি জনগণের মাঝে প্রচারের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

তিনি পন্টের ঘাট, বামনপাড়া, বন্দর ও চকশ্যামনগর গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং মতবিনিময় করেন।

এ সময় কামরুল হাসান বলেন, আমরা জাতীয়তাবাদী আদর্শের দল, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দল, সামনে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আমাদের প্রিয় নেতা, ১৮ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবে, ইনশাল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, কোন কারণে ভোট যদি এই সরকার বিলম্বিত করতে চায়, তাহলে আপনাদের সকলকে রাস্তায় নেমে ভোট আদায় করে ছাড়তে হবে। আমরা চাই এদেশে গণতন্ত্র আসুক, সমস্ত মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন, সংবিধানে যেসব চাওয়া-পাওয়া আছে, সেভাবে জীবন যাপন করুক। এই ফ্যাসিস্টের যতদিন না পর্যন্ত এই বাংলাদেশের মাটিতে বিচার কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা রাস্তায় থাকবো।

গণসংযোগে জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান ছাতু, মীর ফারুক হোসেন, জেলা বিএনপির সদস্য সাবেক পিপি আবু সালেহ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, সাবেক সদর থানা যুবদলের সভাপতি হাসিবুল ইসলাম স্বপনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতারা জানান, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এভাবে লিফলেট বিতরণ ও

গণসংযোগ চালিয়ে জনগণকে ৩১ দফা দাবির বিষয়ে অবহিত করা হবে।

বিএনপির চেয়ে জামায়াতের আয় দ্বিগুণ, ব্যয় পাঁচগুণ

২০২৪ সালের আয়-ব্যয়ের বিবরণী নির্বাচন কমিশনে (ইসি) জমা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এতে গত বছর দলটির আয় দেখানো হয়েছে ২৮ কোটি ৯৭ লাখ ২৯৯ টাকা। আর দলটি ব্যয় দেখিয়েছে ২৩ কোটি ৭৩ লাখ ৩৮ হাজার ১৭৭ টাকা।

বিএনপিও আয়-ব্যয়ের হিসাব ইসিতে জমা দিয়েছে। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত বছর তাদের মোট আয় হয়েছে ১৫ কোটি ৬৫ লাখ ৯৪ হাজার ৮৪২ টাকা, আর ব্যয় হয়েছে চার কোটি ৮০ লাখ ৪ হাজার ৮২৩ টাকা।

দুই দলের প্রদত্ত তথ্যনুযায়ী ২০২৪ সালে জামায়াতের আয় বিএনপির প্রায় দ্বিগুণ এবং ব্যয় পাঁচগুণ।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী জানান, দলটির আয়ের প্রধান উৎস ছিল সদস্যদের মাসিক চাঁদা, বই ও পুস্তক বিক্রি, ব্যাংক সুদ এবং এককালীন অনুদান। অন্যদিকে ব্যয়ের বড় অংশ গেছে কর্মসূচি বাস্তবায়ন, লিফলেট-পোস্টার মুদ্রণ, ব্যক্তিগত ও দুর্যোগকালীন সহায়তার পেছনে।

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া জামায়াতের হিসাব বিবরণী থেকে জানা গেছে, গত বছরে জামায়াত কর্মী ও সদস্যদের চাঁদা থেকে আয় করেছে ১৬ কোটি ৫৬ লাখ ৪২ হাজার ১৬২ টাকা। কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা উপদেষ্টা পরিষদের চাঁদা অথবা অন্যান্য চাঁদা ৩৭ লাখ ৮৭ হাজার ১৪৯ টাকা।

এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা সংস্থার কাছ থেকে অনুদান পেয়েছে ১১ কোটি ৮৬ লাখ ৩৮ হাজার ৬১৯ টাকা। দলের পত্রিকা, সাময়িকী, বইপুস্তক বিক্রি থেকে আয় ৯ লাখ ১১ হাজার ২৯০ টাকা। অন্যান্য

চাঁদা থেকে দলটি আয় করেছে ৭ লাখ ২১ হাজার ৭৯ টাকা এবং আগের বছর স্থিতি ছিল ১০ কোটি ৪৯ লাখ ৪৫ হাজার ১৯১ টাকা। মোট আয় ২৮ কোটি ৯৭ লাখ ২৯৯ টাকা।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের বেতন-ভাতা ও বোনাসে ব্যয় হয়েছে ৬ কোটি ৫৭ লাখ ৬৭ হাজার ৮৭৩ টাকা।

আবাসন ও প্রশাসনিক বাবদ ২ কোটি ৬৮ লাখ ৭ হাজার ৪৯৫ টাকা ব্যয় হয়েছে। বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গ্যাসসহ বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করেছে ২ লাখ ৪৬ হাজার ১৮ টাকা। ডাক, টেলিফোন, ইন্টারনেট, কুরিয়ার সার্ভিস, পত্রিকা বাবদ ব্যয় হয়েছে ৮ লাখ ৪৪ হাজার ৫২৬ টাকা। আপ্যায়নে ব্যয় হয়েছে ১০ লাখ ৯৫ হাজার ৯৬২ টাকা।

এ ছাড়া প্রচারণা ও পরিবহনে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৭০ লাখ ৬ হাজার ৫৬৩ টাকা। যাতায়াত বাবদ খরচ হয়েছে ১ কোটি ২৭ লাখ ১ হাজার ৭৭৬ টাকা। জনসভা, পথসভা, ঘরোয়া বৈঠকে ব্যয় হয়েছে ১৯ লাখ ৩৮ হাজার ৭০৫ টাকা। প্রার্থীদের অনুদান দেওয়া হয়েছে ১১ কোটি ৫ লাখ ১৫ হাজার ৪২০ টাকা। ধর্মীয় বিশেষ অনুষ্ঠান বাবদ ব্যয় ৩২ লাখ ৭৬ হাজার ৮৫০ টাকা। অন্যান্য ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১২ লাখ ৫৬ হাজার ৯৮৯ টাকা। মোট ব্যয় হয়েছে ২৩ কোটি ৭৩ লাখ ৩৮ হাজার ১৭৭ টাকা।

মিয়া গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত হিসাব বিবরণী থেকে আরও জানা গেছে, জামায়াতের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) নিবন্ধিত দলগুলোর প্রতি বছর জুলাইয়ের মধ্যে আগের বছরের আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সূত্র: যুগান্তর

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র

সভাপতি ফয়েজ, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল

আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল।

নির্বাচনে ফয়েজ মোহাম্মদ সভাপতি, সাইদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক এবং সোহরাব হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ৪৯৭ জন ভোটারের মধ্যে ৪৭৬ জন ভোট প্রদান করেন।

সভাপতি পদে তিনজন প্রার্থী অংশ নেন। আনারস প্রতীকের প্রার্থী ফয়েজ মোহাম্মদ ২৪৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাতা প্রতীকের লিয়াকত আলী পান ২২৪ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে সাইদুল ইসলাম ২৫৪ ভোট পেয়ে জয়ী হন, যেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওমর ফারুক লিটন পান ২১২ ভোট। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সোহরাব হোসেন ২৯৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন এবং আব্দুল হামিদ খান পান ২৫২ ভোট।

হাসিনার সরকার কখনোই জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি

হাসিনার সরকার কখনো জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেয়নি। হাসিনার সরকার কখনোই জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি। এমনকি হাসিনা তার নিজের দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের কথাও শোনেননি। অর্থাৎ, এক দল, এক দেশ, এক নেতা এই পদ্ধতিতে হাসিনা চলেছেন বলেই আমরা তাকে ফ্যাসিবাদী বলে থাকি।

হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৫ বছর ৮ মাস যাবৎ নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন করেছে। অনেকেই আজ প্রশ্ন করে, বিএনপি ১৫ বছর আন্দোলন করেও হাসিনার কিছু করতে পারেনি, তাই গত আন্দোলনের কোনো কৃতিত্ব নাকি বিএনপি পাবে না।

আমিও তাদের বলতে চাই পিতা-মাতা সন্তানকে জন্ম দিল, মানুষ করল, লেখাপড়া শিখাল, সন্তান চাকরি পেল আর বিয়ের পরে শ্বশুর-শাশুড়ি বলছে, ও বেটা তো আমাদের সন্তান, তোমরা কিছু না।

বিএনপির অবদানকে যারা অস্বীকার করতে চান, ২০২৪ সালের আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার অবদানকে যারা অস্বীকার করতে চান, তারেক রহমানের অবদানকে যারা অস্বীকার করতে চান, তারা আসলে সেই সমস্ত সন্তানের মতো যারা বিয়ের পরে নিজের জন্মদাতা পিতা-মাতাকে অস্বীকার করে থাকে।

আজ শনিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন খুলনা বিভাগীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু।

তিনি আরো বলেন, বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরে সেই দলের নেত্রী হচ্ছে পলাতক হাসিনা। আরো একটি দল আছে, যারা লাহোর কিংবা করাচিতে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরেন সে দলটি কারা, আপনারা ভালো জানেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের কী ভূমিকা ছিল, সেটাও আপনারা জানেন। আরেকটি দল আছে চীনে বৃষ্টি হলে তারা বাংলাদেশে ছাতা ধরেন। আবার কিছু রাজনৈতিক দল আছে মস্কোতে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরেন।

আমরা একমাত্র শহীদ জিয়ার আদর্শের সৈনিকরা, আমরা একমাত্র বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সৈনিকরা, আমরা একমাত্র তারেক রহমানের সৈনিকরা যারা অন্য দেশে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরি না, বাংলাদেশের বৃষ্টি হলে বাংলাদেশে ছাতা ধরি।

তিনি বলেন, অনেকেই বলার চেষ্টা করেন, “একই সাপের দুই বিষ, নৌকা ও ধানের শীষ।” যারা বলেন, তারা ২০১৮ সালে আমাদের সাথে জোট করে যে কয়টা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তখন তাদের মার্কা কী ছিল? ধানের শীষ ছিল না? তখন কি সেটা বিষ মনে হয়নি? অর্থাৎ, তাদের যখন প্রয়োজন, যে খাদ্য খায় সেটা তাদের কাছে অমৃত আর যখন প্রয়োজন হয় না, তখন সেটা তাদের কাছে বিষ।

আমরা দেখেছি ১৯৪৭ সালে যখন ভারত এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো, সেই দলটি বলল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার নেই, আমরা সব ভারতের সাথে থাকব। আবার ১৯৭১ সালে দেখলাম যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ, বর্তমানে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করল।

জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপি’র সদস্য মোঃ ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য মোঃ আলমগীর খান ছাতু, মোঃ আনছারুল হক, মোঃ হাফিজুর রহমান, মোঃ খাইরুল বাশার ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন।

বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে সম্মেলনটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

শৈলকুপায় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ, আহত ৭

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের হুদাকুশোবাড়িয়া গ্রামে বিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করার অভিযোগ উঠেছে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে।

হামলায় আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত ৭ জন। শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার হুদাকুশোবাড়িয়া গ্রামের শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের মেয়ে সাদিয়া জান্নাত’র বিয়ে হয় পার্শবর্তী দোহারো গ্রামের পুলিশ কর্মকর্তা রতন হুসাইনের সাথে। সন্ধ্যায় বিয়ের আনুষ্ঠানিতা শেষে বরযাত্রী চলে গেলে রাত সাড়ে ৮ টার দিকে ওই গ্রামের বিএনপি নেতা লাল্টু মোল্লার নেতৃত্বে তার সহযোগী, ফারুক, আশরাফ সুমন, আতিক, ঝড়ো, আউলিয়া, নিশান, চান্নু, আকিদুলসহ

আরও কয়েকজন বিয়ে বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা বাড়িতে থাকা নারী-পুরুষকে বেধড়ক মারপিট ও ভাংচুর করে। এতে আহত হয় নারীসহ অন্তত ৭ জন। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মাগুরা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত রিয়াজুল ইসলাম বলেন, আমার চাচা মতিয়ার রহমান বিশ্বাস উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। আমার বোনের বিয়েতে আমরা বাড়িতে অনুষ্ঠান করেছি এটাই আমাদের অপরাধ। এজন্য শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবলু মোল্লার ভাই বিএনপি নেতা লাল্টু মোল্লার নেতৃত্বে আমাদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার এস আই তামিম রহমান বলেন, গতকাল রাতে একটি মারামারির ঘটনা ঘটেছে। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা কি করেছে সেভাবে জানা যায়নি। আমরা অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিব।

পৌর বিএনপি’র নতুন সভাপতি মেঘলা, সম্পাদক সাইদুল

দীর্ঘ ১৬ বছর পর উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল। গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন ও পাইরা উড়িয়ে কাউন্সিলের উদ্বোধন করা হয়।

কাউন্সিলের প্রধান অতিথি ছিলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ সোহরাব হোসেন। উদ্বোধন ঘোষণা করেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদস্য আলমগীর খান সাতু, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান হাফি, হামিদুল হক, রেজাউল হকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন, জেলা

যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী। সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

উপজেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে রায়পুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়াল হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এদিকে কাউন্সিলরদের গোপন ভোটে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন আবদাল হক (হরিন) ৪০৯ ও মনজুর হোসেন টনিক (টিউবওয়েল) ৩৬০ ভোট।
এদিকে পৌর বিএনপি’র কাউন্সিলে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। মোট ভোটার ছিলেন ৬৩৯ জন। সভাপতি পদে মকবুল হোসেন

মেঘলা (আনারস) ৫০৩ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আতিয়ার রহমান (চেয়ার) পান ৫৬ ভোট এবং মনিরুজ্জামান গাড্ডু (ছাতা) পান ৫৪ ভোট। এছাড়া ২৬টি ভোট বাতিল হয়।

সাধারণ সম্পাদক পদে সাইদুল ইসলাম (ফুটবল) ৩৯৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। আব্দুল্লাহ হিল মারুফ পলাশ (মোরগ) পান ২১৫ ভোট। ৩০টি ভোট বাতিল হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে অ্যাডাম সুমন (টিউবওয়েল) ৪৫২ ভোট, ইমন হোসেন (হরিণ) ৩৩৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়। এখানে ১৯টি ভোট বাতিল হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র কর্মিসভায় শামসুজ্জামান দুদু

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র কর্মিসভায় উপস্থিত ধানের শীষের বার্তা পৌঁছাতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানালেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র যুগ্ম মহাসচিব শামসুজ্জামান দুদু।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাকে বিএনপি’র বিজয় অর্জন বলে মন্তব্য করেছেন শামসুজ্জামান দুদু। শুধু